কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার প্রোজেক্ট গাইড প্রিয় শিক্ষক পলাশ সরকার মহাশয়কে আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং হার্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাকে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছেন। প্রোজেক্টর ধারণা তৈরি, প্রোজেক্ট তৈরি, তথ্যসংগ্রহ, বিভিন্ন চিত্রসহ, বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং একটি মডেল প্রোজেক্ট তৈরি করে আমার প্রোজেক্টটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ।

তারিখ : **শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর**

প্রকল্প: সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ক্রীড়াবিদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

প্রতিবেদক : অঙ্কিতা দাস

আমি অঙ্কিতা দাস, কৃষ্ণ কুমার সন্তোষ কুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী। আমি আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই।

সৌরভ: বলো কী জানতে চাও।

প্রশ্ন: ২০২১-এর জুলাই-এ আপনার ৪৯ বছর সম্পূর্ণ হল। অথচ আপনাকে দেখে মনে হয় বয়স কমছে। আগের চেয়েও যেন বেশি ফিট। এর রহস্যটা কী?

সৌরভ: এখনও বেশ অনেকক্ষণ ধরে শরীরচর্চা করি। সাঁতার কাটি। খাওয়াদাওয়া নিয়ম মেনে করি। কড়া ডায়েট মেনে চলি। মিষ্টি, চিনি খাই না। ওজন কমিয়েছি কিছুটা। বয়স বাড়ছে। ফিট থাকাটা তাই ভীষণ জরুরি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি কোন্ ক্রিকেটারকে পাংচুয়াল বলে মনে করেন যিনি আপনার সঙ্গে খেলেছেন ?

সৌরভ : রাহুল দ্রাবিড়কে ।

প্রশ্ন: রাহুল দ্রাবিড় কেন ?

সৌরভ: রাহুল দ্রাবিড় হচ্ছে ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ম্যাচের আগের দিন সময়মতো ঘুমোবে, ঠিক ঠিক খাবে, ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবার আগে পৌঁছবে, টিম বাসে সবার আগে উঠবে। ওর ক্রিকেট কিটটা থাকবে একেবারে পারফেক্ট। একদম স্পিক অ্যান স্প্যান। শার্ট পরলে কলারের বোতামটা আটকাবে। ও একেবারে স্কুলের ফার্স্ট বয়।

প্রশ্ন: আচ্ছা সৌরভ, যখন আপনি খেলতেন, আপনার ডিসিশনের ওপর টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্য নির্ভর করত। সেই টেনশনের মুহূর্তগুলো কী ভাবে সামলাতেন?

সৌরভ : দ্যাখো, ২০০০ সালে যখন আমি ক্যাপ্টেন হই, একজন আমাকে বলেছিল, মাঠে যখন তুমি নামছ ক্যাপ্টেন হিসেবে, তখন বাকি ব্যাপার একেবারে ভুলে যেয়ো। মানে মিডিয়া কী বলল, এক্স-ক্রিকেটাররা কী বলল, এগুলো যেন তোমার কাছে ম্যাটার না করে। আমি ওই মাইন্ড সেটটাই রাখতাম মাঠে নামার সময়।

প্রশ্ন: খেলা ছাড়ার এত দিন পর বই লেখার সিদ্ধান্ত কেন?

সৌরভ: এটা কোনও আত্মজীবনী নয়। মাইন্ডবুক বলতে পারেন। এত দিন পরে কারণ, হাজার জিনিসে ব্যস্ত থাকি তো, তাই লেখা হয়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন: তা হলে ভবিষ্যতে কি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীও দেখা যেতে পারে?

সৌরভ: কেন নয়? অটোবায়োগ্রাফি, বায়োপিক সবই হতে পারে। জীবন অনেক বড়ো। এখনও অনেক ঘটনা ঘটবে। দেখা যাক...।

প্রশ্ন: এত লড়াইয়ের পর আপনি থেমে থাকেন না। আপনার প্রেরণা কে?

সৌরভ: ভালো করার ইচ্ছে। আপনার মধ্যে এই ইচ্ছেটা থাকতে হবে। লড়াই সবারই থাকে। কার লড়াই নেই? যে কোনও কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডেই এগুলো হবে। এগুলো নিয়েই চলতে হবে।

প্রশ্ন: একটা অন্য প্রশ্ন। একজনকে বাছতে হলে কাকে বাছবেন মেসি , রোনাল্ড না মারাদোনা ?

সৌরভ: ফুটবলের কথা হলে মারাদোনা। আমার কাছে স্কিল আর অ্যাচিভমেন্ট অনুযায়ী মারাদোনাই সেরা। ধারে-কাছে কেউ নেই।

প্রশ্ন: জীবনে নিজের সেকেন্ড ইনিংসে পারফর্ম করতে হঠাৎ সিএবিতে আসা কেন?

সৌরভ: মিস্টার ডালমিয়া জোর করে নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, ক্রিকেটকে সাহায্য করতে তোমাকে প্রয়োজন। সে জন্য ২০১৪ সালে সিএবিতে আসা।

প্রশ্ন: বি সি সি আই -এর প্রেসিডেন্ট হয়ে কেমন লাগছে?

সৌরভ: প্রশাসক হতে কার না ভালো লাগে ? অবশ্যই ভালো লাগছে।

প্রশ্ন: প্রশাসক তো ঠিক আছে, ভবিষ্যতে কি ভারতের কোচ হিসেবে দেখা যেতে পারে?

সৌরভ: জানি না, কী হবে। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। এখন আমার জীবন অন্য খাতে বইছে, তাই কোচিং নিয়ে ভাবছি না।

প্রশ্ন: ম্যাচ উইনার হিসেবে সচিনের চেয়ে বিরাটকে এগিয়ে রাখা যায়?

সৌরভ: একেবারেই নয়। সচিন প্রচুর ক্রুসিয়াল ম্যাচ দেশকে জিতিয়েছে। বিরাটও বড়ো ক্রিকেটার। তবে ম্যাচ উইনার হিসেবে সচিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে বলার জায়গা নেই। দু'জনের মধ্যে তুলনা করা যায় না। একজনের সঙ্গে আমি খেলেছি, আর একজনকে খেলতে দেখছি।

প্রশ্ন: টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী?

সৌরভ: অবশ্যই ডে-নাইট টেস্ট। দর্শকদের মাঠে নিয়ে আসতে গেলে টেস্টকে দিন-রাতের করতেই হবে। দিনের বেলা সবার কাজ থাকে, স্কুল থাকে। সপ্তাহের মধ্যে সবার পক্ষে সব ছেড়ে মাঠে আসা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে (২০২১) ভারতের পরাজয় নিয়ে কী বলবেন ?

সৌরভ: খেলাতে হার জিত থাকবেই। তবে বিরাট বাহিনী আরও ভালো খেলতে পারত।

প্রশ্ন: বাংলায় সৌরভের পর কে?

সৌরভ: এভাবে বলা মুশকিল। আমি মন থেকে চাই বাংলা থেকে কেউ ১০০টা টেস্ট খেলুক। এখন ঋদ্ধি, সামি খেলছে। বাংলা থেকে কেউ ১০০টা টেস্ট খেললে আমি একই রকম গর্বিত হব। বলতে পারব, এটা আমার প্লেয়ার।

প্রশ্ন: এবার একটু বায়োপিক প্রসঙ্গে আসি। স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ কী শুরু হয়ে গিয়েছে?

সৌরভ: না, এখনও হয়নি। তবে খুব তাড়াতাড়ি হবে।

প্রশ্ন: স্ক্রিপ্ট কে লিখছেন?

সৌরভ: পুরো স্ক্রিপ্টটা আমি নিজেই লিখব।

প্রশ্ন: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক মানেই রোমাঞ্চে ভরপুর। কী কী থাকবে কিছু ঠিক করেছেন?

সৌরভ: এখনও সেভাবে ভাবিনি , দেখা যাক কতটা কী রাখতে পারি ।

প্রশ্ন: নতুন প্রজন্মের জন্য আপনার কোনো ম্যাসেজ ?

সৌরভ : আমি একটা কথা বলব । আমার একটাই মেসেজ। তুমি স্টুডেন্ট হতে পারো। অফিসে চাকরি করতে পারো। ব্যবসা করতে পারো। বাড়ির কাজ করতে পারো। যাই করো না কেন সেটাতেই অ্যাচিভার হওয়ার চেষ্টা করো। প্লিজ বি অ্যান অ্যাচিভার। তা না হলে জীবনটা ভীষণ বোরিং হয়ে যায়।

শেষ প্রশ্ন: খেলা ছাড়া রাজনীতিতেও আপনার নামটা উঠে আসে কী বলবেন?

সৌরভ: সবাই সব কিছুর জন্য হয় না। আমি মাঠের লোক, তাই ক্রিকেট নিয়ে শুধু প্রশ্ন হোক।

প্রকল্প রূপায়ণ পদ্ধতি

ভূমিকা :

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বিশেষ করে কোনও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের সাক্ষাৎকারে খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর ব্যক্তি মানসিকতার দিকটি সম্পর্কে জানা যায়। সাক্ষাৎকারের সাহায্যে খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানা যায় যা শিক্ষার্থীর খেলাতে উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন খেলা সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করে।

পদ্ধতিগত দিক :

যেকোনো সাক্ষাৎকার নেওয়া একটা পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়। বিশেষ করে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বা ক্রীড়াবিদ এঁদের ক্ষেত্রে এমনভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হয় যাতে তাদের ব্যক্তি মানসিকতা , পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতাগুলি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উঠে আসে । এঁরা নানাভাবে নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আগে থেকে পরিকল্পনামাফিক সময় ও দিন ঠিক করে নিতে হয় । প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেওয়ার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হয় যে তিনি প্রাণখুলে আন্তরিকভাবে উত্তর গুলো দেন। প্রশ্ন করার মুন্সিয়ানার উপর সাক্ষাৎকারের মান নির্ভর করে।

পরীক্ষামূলক উপাদান:

সাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তর পর্বে খেলোয়াড়ের মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করে তেমনি তাঁর বিভিন্ন সময়ের খেলা বিষয়ে অভিজ্ঞতা , চিন্তা-চেতনার জগৎটাকে ধরা সহজ হয় । খেলাধুলার বাইরে ব্যক্তি হিসেবে ,প্রশাসক হিসেবে তাঁর জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

বিশ্লেষণ:

সাক্ষাতকারে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোঝা যায় তিনি অনেক বেশি মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, নিসঙ্গতা, মূল্যবোধ নিয়ে ভাবেন। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় খেলোয়াড় সম্পর্কে জানা যায় । শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড় এমনকি সাম্প্রতিক কালের বিরাট, কে এল রাহুল প্রমুখের নামও আমরা জানতে পারি।

উপসংহার:

সাক্ষাৎকার প্রকল্পটির জন্য প্রথমে আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষক মহাশয় সাক্ষাৎকার বিষয়টি আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। তারপর সাক্ষাৎকার রচনার প্রক্রিয়াটি আমাদের বলে দেন । আমরা তাঁর পরামর্শ মতো সাক্ষাৎকার প্রকল্পটি গ্রহণ করি।

© BCCL 2019. ALL

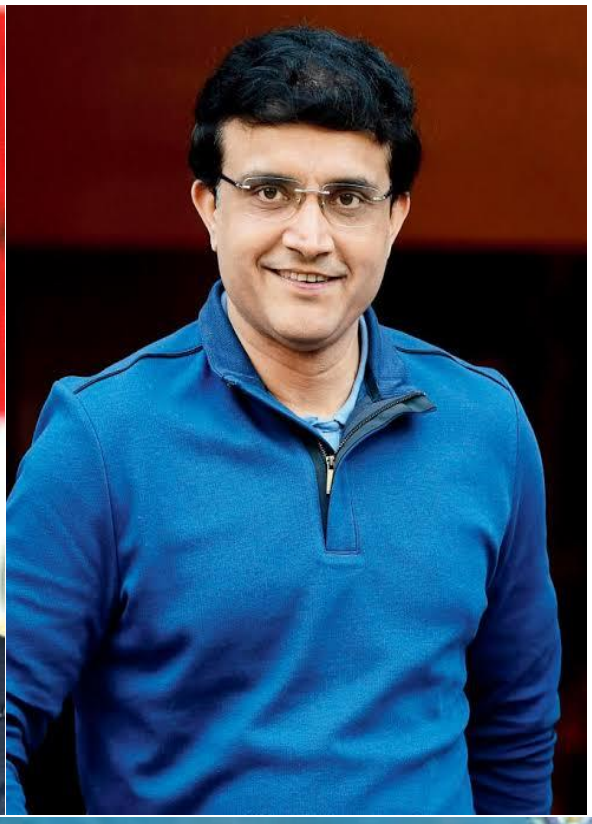

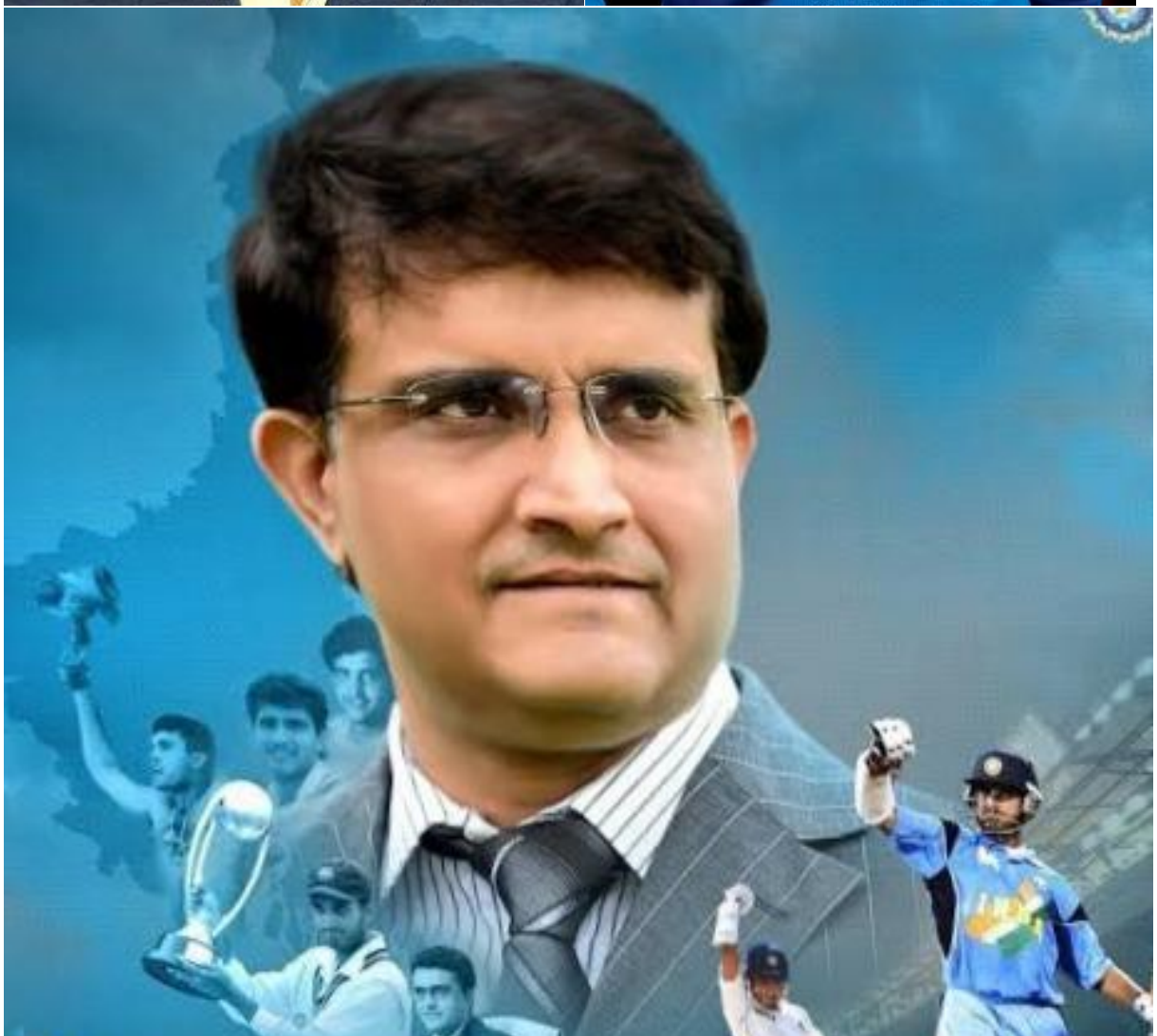

অভিজ্ঞান পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের একাদশ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যসূচির চূড়ান্ত পরীক্ষার আবশ্যিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ..... এর দ্বারা সৃষ্ট প্রজেক্ট প্রক্রিয়াটি পলাশ সরকার মহাশয় -এর তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

তারিখ : **শিক্ষকের স্বাক্ষর**

প্রুফ সংশোধন

পাণ্ডুলিপি

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র। একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

প্রুফ কপি

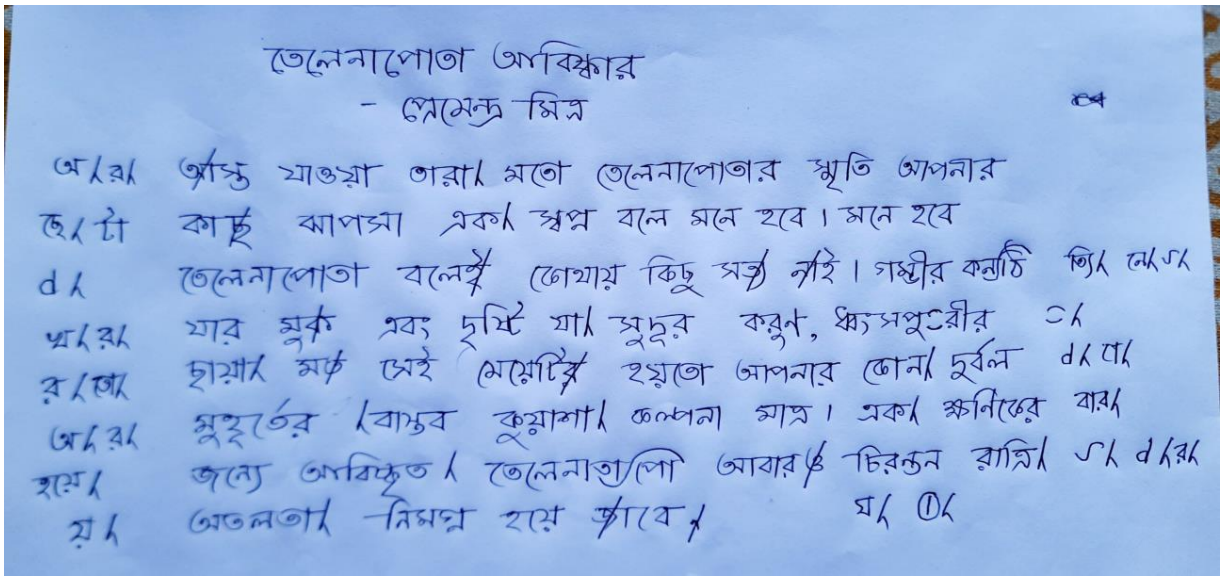

সংশোধিত রূপ

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র। একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।